OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 104 - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নলিনী বেরা'র ছোটগল্পে গান : ভাষা ও আবেগের মেলবন্ধন

ড. সুনীতি সরকার
Email ID: dr.sunitisarkar@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Nalini Bera, Short story, language, Human, Expression, Emotion, Song, Rhythm.

Abstract

In Bengali literature, Nalini Bera is a distinctive writer known for his powerful portrayal of rural life. His stories reveal two levels of language: the author's narrative voice and the dialogues of the characters. The latter is especially significant, as it reflects the authentic dialects of the people from the environment in which he grew up. By preserving these dialects without alteration, he maintains realism and vividly expresses the culture and essence of rural society.

Language, as the primary medium of human expression, gains depth through its style. Language style depends on word choice, sentence structure, emotional depth, and purpose. Nalini Bera's style is marked by simplicity, clarity, and vivid imagery. His writing demonstrates that sincerity and straightforwardness can be more powerful than complexity. His realistic and descriptive style distinguishes him from many other writers.

An important feature of his language style is the use of songs. Songs serve as a unique and effective medium for expressing emotions that are often difficult to convey through plain prose. Feelings such as love, sorrow, and longing find deeper expression through lyrical lines. The rhythm and melody of songs enhance emotional intensity and make the narrative more engaging.

In Nalini Bera's short stories, songs are not mere decorative elements but an integral part of the narrative technique. They reveal the inner world and psychological conflicts of characters in a subtle yet powerful way. A single line of a song can capture complex emotions more effectively than lengthy descriptions.

Moreover, songs play a crucial role in portraying rural life, folk culture, and traditions. The folk songs used in his stories reflect the beliefs, lifestyle, and mindset of the community, making the stories not only literary works but also valuable social documents.

The inclusion of songs also enriches the language by adding musicality, rhythm, and emotional appeal. They help create atmosphere—whether it is a quiet evening, a festive rural setting, or a moment of solitude—making the scenes more vivid and lifelike.

However, Nalini Bera uses songs with restraint and precision. He includes them only where necessary, ensuring that they enhance rather than disrupt the narrative flow. This balanced use strengthens his language style.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

In conclusion, the use of songs in Nalini Bera's short stories significantly enhances their emotional depth, realism, and cultural richness, leaving a lasting impression on readers.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা এক অনন্য নাম, যিনি গ্রামীণ জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। নলিনী বেরার গল্পে অন্য যেকোনো লেখকের গল্পের মতই ভাষার দুটো স্তরের লক্ষণীয় একটি স্তরে আছে লেখকের নিজস্ব ভাষায় বিবৃতি এবং দ্বিতীয় স্তরে আছে গল্পের চরিত্রগুলোর কথোপকথন। আসলে তিনি যে পরিবেশে বড় হয়েছেন সেখানকার পারিপার্শ্বিক মানুষের মুখের ভাষায় হল তার গল্পের মূলভাষা যে ব্যক্তি কোন উপভাষায় কথা বলে গল্পের মধ্যে তার মুখে সেই ভাষাই মানায়। গল্পের মূল স্রোত এবং ধারা বজায় রাখতে নলিনী বেরা চরিত্রের মুখের ভাষাগুলোর কোন রদবদল করেননি। উপভাষার সৌন্দর্যতাই হল সেখানকার মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষার মাধ্যমে সেখানকার সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু শুধু ভাষা থাকলেই হয় না— কীভাবে সেই ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। একেক জন লেখক তাঁর ভাব, অনুভূতি বা চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য একেক ধরনের শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেন। একেকজন মানুষের ভাষা ব্যবহারের ধরন একেক রকম হয়। এই ভিন্নতাই ভাষা শৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, ভাষা শৈলী লেখক বা বক্তার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন।

ভাষা শৈলী নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর— যেমন শব্দের নির্বাচন, বাক্যের গঠন, ভাবের গভীরতা, অলংকারের ব্যবহার এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য। কোনো লেখক যদি সহজভাবে নিজের কথা বলতে চান, তবে তার ভাষা হবে সরল ও প্রাঞ্জল। আবার কেউ যদি তার লেখাকে বেশি আকর্ষণীয় করতে চান, তবে তিনি অলংকারপূর্ণ ও চিত্রময় ভাষা ব্যবহার করবেন।

সাহিত্যে ভাষা শৈলীর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি সাহিত্যকর্মের সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার ভাষা শৈলীর উপর। সুন্দর ও উপযুক্ত শৈলী পাঠকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং লেখাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। একই বিষয় ভিন্ন শৈলীতে প্রকাশ করলে তার অর্থ ও অনুভূতিও পরিবর্তিত হতে পারে। অতএব, ভাষা শৈলী শুধু ভাষার অলংকার নয়, এটি ভাব প্রকাশের প্রাণ। এটি লেখকের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে এবং পাঠকের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাই বলা যায়, ভাষা শৈলী ছাড়া ভাষা অসম্পূর্ণ এবং শৈলীই ভাষাকে করে তোলে জীবন্ত, আকর্ষণীয় ও অর্থবহ।

সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, নলিনী বেরা'র ভাষা শৈলী মূলত বাস্তববাদী, প্রাঞ্জল ও চিত্রময়। এই শৈলী তাঁকে অন্য অনেক লেখকের থেকে আলাদা করেছে। তাঁর ভাষা প্রমাণ করে যে, সাহিত্যকে গভীর ও শক্তিশালী করে তুলতে জটিলতা নয়, বরং সরলতা ও আন্তরিকতাই সবচেয়ে বড় শক্তি।

ভাষা শৈলীতে গানের ব্যবহার আবেগ প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম। মানুষের জীবনে এমন অনেক অনুভূতি থাকে—যেমন ভালোবাসা, দুঃখ, বেদনা, আশা বা আকাঙ্ক্ষা—যা সরাসরি ভাষায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা কঠিন। এই ক্ষেত্রে একটি গানের পংক্তি সহজেই সেই গভীর অনুভূতিকে তুলে ধরতে পারে। গানের মধ্যে যে সুর ও ছন্দ রয়েছে, তা ভাষার আবেগকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে এবং পাঠকের মনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। সাধারণ গদ্যভাষা অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু গানের সংযোজন সেই একঘেয়েমি দূর করে ভাষাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

ভাষা শৈলীতে গানের ব্যবহার পরিবেশ ও পরিস্থিতি নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো গ্রামীণ উৎসব, বিয়ের অনুষ্ঠান, কৃষিকাজের দৃশ্য কিংবা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা—এইসব মুহূর্তে একটি গানের উল্লেখ সেই পরিবেশকে আরও বাস্তব ও জীবন্ত করে তোলে। পাঠক যেন কেবল পড়েন না, বরং সেই দৃশ্যকে অনুভব করতে পারেন। এইভাবে গান গল্পের পটভূমিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। গানের ব্যবহার ভাষায় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব গান রয়েছে, যা তাদের জীবনধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। লোকগান, ভাটিয়ালি, বাউল বা অন্যান্য আঞ্চলিক গান ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক সহজেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পারেন। এর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফলে ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যম থাকে না, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহক হয়ে ওঠে। গানের মাধ্যমে ভাষা হয় সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ। অনেক সময় একটি ছোট গানের লাইন এমন একটি ভাব প্রকাশ করে, যা দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমেও পুরোপুরি তুলে ধরা কঠিন। এতে ভাষা হয় সংযত, কিন্তু তার অর্থ হয় আরও বিস্তৃত ও গভীর। ভাষা শৈলীতে গানের ব্যবহার চরিত্রচিত্রণে সহায়ক। কোনো চরিত্র কেমন গান গায় বা কোন পরিস্থিতিতে গান গায়, তা থেকে তার মানসিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এইভাবে গান চরিত্রকে আরও জীবন্ত ও বহুমাত্রিক করে তোলে। তবে, ভাষা শৈলীতে গানের ব্যবহার সবসময় সংযত ও প্রাসঙ্গিক হওয়া আবশ্যক। অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত গানের ব্যবহার ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট করতে পারে এবং পাঠকের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে।ভাষা শৈলীতে গানের ব্যবহার শুধুমাত্র অলংকার নয়, বরং এটি ভাব প্রকাশের এক শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। এটি ভাষাকে করে তোলে সুরেলা, আবেগপূর্ণ ও জীবন্ত। গানের মাধ্যমে ভাষা তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পাঠকের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই বলা যায়, গানের সঠিক ব্যবহার ভাষা শৈলীর এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, যা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ ও স্মরণীয় করে তোলে।

নলিনী বেরা'র ছোটগল্পে ভাষা শৈলী তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাঁর সহজ, স্বাভাবিক ও মানবিক ভাষা পাঠকের মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং গল্পকে করে তোলে জীবন্ত ও স্মরণীয়। তাই বলা যায়, তাঁর ভাষা শৈলীই তাঁর সাহিত্যকর্মের আত্মা, যা বাংলা ছোটগল্পকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মানুষের জীবনসংগ্রাম, দুঃখ-সুখ, প্রকৃতি ও সম্পর্কের টানাপোড়েন যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি গানের ব্যবহার তাঁর গল্পকে আরও গভীর, প্রাণবন্ত ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

প্রথমত, নলিনী বেরা'র ছোটগল্পে গান লোকজ জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে উপস্থিত। গ্রামীণ সমাজে গান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত— কাজের সময়, উৎসবের মুহূর্তে কিংবা অবসরে। লেখক এই বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফলে তাঁর গল্প পড়লে মনে হয়, আমরা যেন সেই গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যেই অবস্থান করছি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর গল্পে গান আবেগ প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনেক সময় চরিত্ররা নিজের অনুভূতি সরাসরি ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না; তখন গানই হয়ে ওঠে তাদের মনের কথা বলার উপায়। একটি ছোট্ট গানের পংক্তি চরিত্রের গভীর বেদনা, ভালোবাসা বা আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে। এতে গল্পের আবেগ আরও গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, গানের মাধ্যমে লেখক পরিবেশ নির্মাণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কোনো গ্রামীণ উৎসব, বিয়ে, মাঠে কাজ করার দৃশ্য বা সন্ধ্যার নির্জনতায় ভেসে আসা গান— এসবই গল্পের পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলে। এই গানের উপস্থিতি গল্পে এক ধরনের ছন্দ ও সুর এনে দেয়, যা পাঠকের অনুভূতিকে আরও সমৃদ্ধ করে।

চতুর্থত, নলিনী বেরা'র গল্পে গানের ব্যবহার লোকসংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়। লোকগান একটি সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনের পরিচয় বহন করে। তাঁর গল্পে এই গানগুলির উপস্থিতি সেই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, আবেগ ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

নলিনী বেরার গল্পে গানের ব্যবহার বিভিন্নভাবে চরিত্রগুলোর যেন মুখের ভাষা। গানগুলোই অনেক কিছু বলে দেয়। ভগ্নদূত ছোটগল্পে দেখা যায় বিবাহ বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন গান । তাদের প্রচলিত গানের অনেক উদাহরণ আছে –

> "হুরা পলমা কেতন কিয়ারী কেঁদের বড় অ দর গো কিংবা দলে পাতে আ ম ধরেছে, আমে টাকা হয়েছে। কৈন্যার বাপ এত লোভী, তবেই বিটি দিয়েছে।"[১]

বিটিছানারা উপস্থিত না হলে বেহাগীত কে গাইবে? এই প্রশ্ন। বরের বাবাকে কনের মাকে খোঁটা দিয়ে এসব গীত মেয়েরা ছাড়া আর গাইবেই বা কে? – গানটি হল –

> "বর আসুক বৈরাত আসুক বরের বাবা যেমন আসে না বরের বাবার পাগড়ি বাঁধা আমার মনে লাগে না।"[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কন্যার মাকেও ঠেস মেরে গান গাওয়া হয় –

> "ইছলি মাছের চড়চড়ানি দারকা মাছের লটনী। কি মহনী দিলি কইন্যার মা বরের বাপ আইলো আপনি।"[৩]

গড়ুইসোলের কীর্তনীয়ারা মিরদঙ্গিয়া'রা সু-রু-ক সু-রু-ক ঝোল টানতে টানতে দু ছাঁদ গাইলও –

> "মালা কে লিলি রে পাড়ার ছেলেরা। গৌউর কেঁন্দে আকুল হৈল মালা দে তোরা।। - ধেই গেদা গেনধা-ধা। ধেই গেদা তাখেট তেতা - ধেই।।"[৪]

গড়ুইসোলের ছুঁড়ি - ছেমড়িদের পা পড়ছে না মাটিতে দেখে কেঁদা পাড়ার ছেলে ছোকরারাও ঠারে ঠুরে বলতে লাগলো –

> "ও তোর গেল গো জানা প্রাণ পিতলে মজলি ধনি চিনলি না সোনা।"[৫]

লেখকের মনে পড়ে বহু বহু বছর আগে বড়সোলের ভক্ত মাহাতোর গলায় করম গাড়া হলে ফিনফোটা হ্যাজাক লাইটের আলোয় পাতা নাচের আসরে কানে হাত রেখে সে ঝুমুর গান গাওয়ার কথা -

> "ঘর করি আঙ্গিনা আঙ্গিনা করি ঘর হে, যত করি প্রাণ বধূ তবু বাস পর হে, তুমি তরু হামি লতা রাখিব বেঁধিয়ে হে। যাও দেখি কথা যাবে আমারে ছাড়িঞ হে।"[৬]

কখনো মনে পড়ে সই ও সহেলীদের সঙ্গে করম পর্বের 'জাওয়া' জাগানোর কথা, কত গীত –

> "ঝিঙ্গা তুলি ডালি ডালি আর-অ কতেক জালি লো।
> বিটি ছাইলার বেহা দিঞ অন্তর হলেক খালি লো।"[৭]

আচমকা মাঝুঘরের ধন্নায় টাঙ্গানো জনারের ঝুঁটিগুলো খলার রৌদ্রে এনে গিনতি শুরু করল—

> "রামে রাম, দুই, তিন ... একতারা লারা পারা। দু তারা কাপাসতারা। তিন তারায় কোষে কোষ। চার তারায় নাহি দোষ ... মিলছে নাই হিসাব যে গুলায় যাছে বাপ!"[৮]

শীতলাতলা মনসাতলা মারোতলার মত গ্রাম প্রদেশে গ্রামের পাঁচজনের ওঠা বসার একটা ঠেক প্রতিটা গ্রামেই থাকে যেমন তেতুলতলা গায়ের পরবে সেখানে ভিড় জমায়, আগুন মারায়। মনসার বারি ওঠে। সেরকমই একটা গান—

> "নেড়া যারে যা কইন্যা দেখিবারে। লক্ষিন্দরে বিয়ে দিব আনন্দ অন্তরে।।"[৯]

ওই যেখানে ছদ্মবেশী নারায়ণ কর্ণের কাছে মাংস খেতে চাইছে –

> "বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন। তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন। স্ত্রী-পুরুষে দুইজনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়া দেহ আমারও সাক্ষাতে।।"[১০]

মাহাতোর ছানাপনারা বয়সে কাঁচা হলে কি হবে? কথাবার্তায় তারা একেবারে গাছপাকা, তারা গান গায় –

> "শালুক ফুলের বুদ্ধি নাই রাতে শালুক ফুটে। যার সঙ্গে যার গোপন পিরিত অরাই মজা লুটে।। তুমি আমার পরান বধূ চুষে চুষে খাও হে মধু। আমার মধু ভরা ফুল বিনে অলি কুল বিফলে শুকায়ে যায় হে।"[১১]

আবার তাদের মুখে শোনা যায়—

> "আগ ডালের মাদাল পাকা আঁখি ঠাইরে তুলব। দাঁড়া কে বাইকবালা তর সঙ্গেই যাব।"[১২]

বরের জ্ঞাতি বহিনরা বেহা গীত শুরু করলো—

> "বহনোইকে যে বলেছিলি আমতল ঝেটাতে গ। আমাদেরই সাধের বালা কাঁটায় কাঁটায় বুলে গো।।"[১৩]

আবার মাহাতো বিটিছানাদের গলায় গান–

> "নাচ দুয়ারের পিপল গাছ করে লহ লহ গ, লহসি লহসি মেলে ডাল। ছামড়ার তলে রাজপুতর - রাজকইন্যা গ, হেইরে হেইরে মন গ জুড়ায়।। হেইরে হেইরে প্রাণ গ জুড়ায়।"[১৪]

মেয়েরা পিঁড়িতে বা কতক চামড়া তলায় দাঁড়িয়ে গাইছিল–

> "পস্ত গাছে চটি বসেছে ওই চটিটা মার না, মধু খাতে বসেছে। সায়রে বাঁধেছে বৃন্দাবন, আসতে যাতে করে নিবে দরশন।"[১৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'নুয়াসাহীর বটতলা' গল্পের মধ্যে দেখা জায়সেতি ছোট একটা গ্রাম। সেই গ্রামে ভূমিজদের কিছু নিজস্ব জমি জমা আছে। তারা হাদা মাটিতে কষ্ট করে লাঙ্গলের এক হাত ফলা ঢুকিয়ে চাষ করে। বনে বেগুন বরবটি করে, মকাই এর চাষ করা হয়। হাওয়া বাতাসে ভুট্টা গাছের খড়াল পাতাগুলো কাঁপে মকাইয়ের খেতে ভুট্টা গাছের কোলে গাদর জনার দোল খায়। তাই তারা গান গায়—

"দোল দোল দুলুনী রাঙ্গা মাথায় চিরুনি...।"[১৬]

টঙ্গের মাচায় বসে টান মেরে তালে তালে সঙ্গত দেয় –

"পখেরাঘি ধারি ধারি একা সুন্দার পুঁপ পুঁইদি - লালে লা - লে।"[১৭]

আবার কখনো বা বটতলায় কেরোসিনের কুপি জ্বেলে তারা আসর ঢেন্ডিপালীর আসর বসায় -

"একটি তারা দুটি তারা কোন তারাটি আরা ঝারা। আন দেখি গ কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দিব ভুরভরাটা।।"[১৮]

পরফুল্ল গান দেয় –

"সখি হে আয় ন যাব দুধিলতার বনকে
দুধিলতার বনে আইলি, নাকফুলে তোর কালি লাগাইলি
এখন কী করে বুঝাবি তোর মনকে
হামাকে -
সখি হে আয় ন যাব দুধিলতার বনকে।"[১৯]

ভাদ্র আশ্বিন মাসে সেই দেশে বিল ভর্তি পাকা ধান করে এবং মাঠে-ঘাটে গাদর জনার গান গায় –

"ভাদর মাসের গাদর জনার আড়ে বসে খাব হে। যে আসবেক ছাতা ফুঁটাই তার সঙ্গে যাব হে।"[২০]

আবার সুরিন্দরের বউ হাত দিয়ে মেয়ের হলুদ-ঘাড় ডলে দিয়ে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে –

"কঠা ঘরের দুয়ারে মা কিসের বাতি জ্বলে।
সাধের কনিয়া হলদি মাখে ঘিয়ের বাতি জ্বলে।"[২১]

সরিন্দরের মনে ক্ষণেক গীত এসে যাচ্ছে –

"খরিস সাপের ফণা অ তুই ছুঁয়ে দে ন। ঘর বিকি বাড়ি বিকি - বহুকে কিনেই দিব গহনা।"[২২]

'চার আনা আট আনার প্রেম' গল্পে দেখা যায় বাংলা গান ও হিন্দি গান এর আধিক্য। বাংলা গান যেমন –

১. পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমায় মায়াময় মধুসন্ধ্যায়
২. সাঁঝের আকাশে এত রং কে গো ছড়ালো
৩. এমন আমি ঘর বেঁধেছি আহারে যার ঠিকানা নাই।
৪. ওগো কাজল নয়না হরিণী।[২৩]

হিন্দি গান এর মধ্যে যেমন—

১. মেরে মন কি গঙ্গা ঔর তেরে মনকে যমুনা
২. মেরা মন ডোলে মেরা তন ডোলে।[২৪]

আবার লেখকের মুখেও আচমকা গান আসে –

"মেরা মন ডোলে নেড়া তন ডোলে
মেরে দিল কে গয়া করার রে - কৌন বাজায়ে বাঁশুরিয়া।"[২৫]

আবার পরক্ষণেই নিমাই সন্ন্যাসীর মতো হাত তুলে গাইতে লাগলেন–

"আমার নিমাই যাবার কালে নূপুর কেন বাজলি না রে –"[২৬]

মকর সংক্রান্তির দিন সকালে টুসু বিসর্জন গান–

"টুসুর মাগো মা কী কী 'তরকার' রেঁধেছিস।
ওই বাবুদের বাড়ির বাইগন গো শুকামাছের চচ্চরি।।"[২৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লেখক নিজে মনে মনে গেয়ে উঠেছেন—

"মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে।"[২৮]

'এক মিনিটের নীরবতা' গল্পে দেখা যায় হরিদ্বারে লেখকেরা তিনবন্ধু মিলে খাওয়ার হোটেলের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকা তাদের কানে আসে -

"নিলাম বালা ছ্যায় আনা
লে লও বাবু ছ্যায় আনা
যা লিবে তাই ছ্যায় আনা
চুনো বাছো ছ্যায় আনা–"[২৯]

নস্টালজিক বাঙালিদের কাছে বড় মন্ত্র হল –

"লে বাবু ছ আনা—
এই তো আছে রঙিন ফিতে খোঁপার কাঁটা কানের দুল
প্রিয়ার চোখে দুঃখ কেন রুক্ষ কেন মাথার চুল—"[৩০]

আবার সাপধরা শবররা বাঁধা গান গেয়ে ভিক্ষা করে–

"কি খেলা খেলিলি গোপাল নন্দীগ্রামের বাজারে!
খেলার দাপে গুমপড় কাঁপে, রাইমন ঘোষ পুড়ে মরে—
কুতাগাদার ভিতরে।
খেলার নাম চম্পট দোনা বাঁধা দিয়ে কাপড় গহনা
একগুণ দিলে দ্বিগুণ মেলে তাই জমা দিল ঘরে - ঘরে। ..."[৩১]

আবার 'আমাদের গ্রাম আওয়ার ভিলেজ' গল্পে দেখা যায় হাঁটু মুড়ে বসে সীতার বিলাপ–

"স্বামী মোর দশরথ - অ রজাঙ্কু কুওর-অ।
পিতৃসত্য পালিবাকু এহি বনবাস - অ।।"[৩২]

গল্পের চরিত্রগুলো একে অপরকে টার্গেট করে পাট মুখস্থ বলে যায় জলের মত -

"আয়, আয় রে পামর! আজি রণে
একজন ধরা হতে লইবে বিদায়—
হয় ভীম নয় জয়দ্রথ।"[৩৩]

কখনও বিশেষ ভঙ্গিমায় গলা ছেড়ে গান গায় চরিত্ররা–

"আমগাছে আম নাই ঢিল কেনে ছুঁড়ো হে।
তোমার দেশের আমি নই, আঁখি কেনে ঠারো হে।"[৩৪]

'চিড়িতনের উল্কি' গল্পের মধ্যে তিনবন্ধু হরিদ্বারে ঘুরতে যায়। ফুটপাতের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কানে আসে–

"নিলাম বালা ছ্যায় আনা
লে লও বাবু ছ্যায় আনা
যা লিবে তাই ছ্যায় আনা
চুনো বাছো ছ্যায় আনা—"[৩৫]

আবার তুলসীর মালা হিংলাজের মালা রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষের মালা জায়ফল জয়িত্রী তাগা তাবিজের খসড়া নিয়ে মাটিতে বসে ওরা বলে -

"ফুল্লরা পসরা করে নগর চাতারে
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে।।"[৩৬]

রামধনু রঙ্গা ঘাগড়া পড়া হরিণচোখা মেয়েটির কাছে গেলেই যেন এখনই কানে কানে বলে উঠবে–

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"মে হু কালো - সি মিরি চুমুয়া সান কুসতি তো হা
তু নাস্তি হ্যাচ বোকালো, দেরাই আজা!"[৩৭]

'আজাদী' গল্পে ফুলমতিয়া ও তার প্রানের সখিরা মিলে রাজা সাজে রানি সাজে আর গান গায়—

"আধা পেট খাই খাই
হম রজিয়া রে
গোলিকে ভোজন হমর
গোলিকে খানা হমর
হাম রজিয়া রে।"[৩৮]

পনেরই অগাস্ট এ আজাদির ছুটি থাকলেও খাওয়া দাওয়া হত, নাচ গান হত—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম
জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম জানোকী বল্লভ সিতারাম।"[৩৯]

আবার 'কুসুমতলা' ছোটগল্পের মধ্যে দেখা যায় যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শিশুদের প্রভাত ফেরীতে গান গাওয়া হয়েছে–

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠিল প্রাণ –"[৪০]

নলিনী বেরা-র ছোটগল্পে গানের ব্যবহার কেবলমাত্র অলংকারমূলক সংযোজন নয়, বরং এটি তাঁর গল্পশৈলীর এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর গল্পে গান চরিত্রের অন্তর্লোক, আবেগ ও মানসিক টানাপোড়েনকে এমনভাবে প্রকাশ করে, যা অনেক সময় সরল গদ্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয় না। একটি সংক্ষিপ্ত গানের পংক্তি চরিত্রের গভীর অনুভূতি, দুঃখ-বেদনা বা আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফুটিয়ে তোলে। নলিনী বেরা তাঁর গল্পে গানের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত লোকগান বা সুরভিত পংক্তিগুলি সেই সমাজের জীবনধারা, বিশ্বাস ও মানসিকতার প্রতিফলন বহন করে। এর ফলে তাঁর গল্পগুলি কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসেবে নয়, বরং এক একটি জীবন্ত সামাজিক দলিল হিসেবেও প্রতিভাত হয়।এছাড়া, তাঁর গল্পে গানের উপস্থিতি ভাষাকে সুরেলা, ছন্দময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এই সুরধর্মিতা গল্পের আবেগকে আরও তীব্র করে এবং পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। গানের মাধ্যমে তিনি পরিবেশ নির্মাণেও অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন— কখনো নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, কখনো গ্রামীণ উৎসব, আবার কখনো একাকীত্বের মুহূর্ত— সবক্ষেত্রেই গান গল্পের পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলে।

তবে তাঁর গানের ব্যবহার সর্বদা সংযত, প্রাসঙ্গিক ও শিল্পসম্মত। তিনি কখনো অযথা গান সংযোজন করেন না, বরং গল্পের প্রয়োজনে যথাযথ স্থানে তা ব্যবহার করেন। এই সংযমই তাঁর ভাষা শৈলীকে আরও শক্তিশালী ও মার্জিত করে তুলেছে।

সর্বোপরি বলা যায়, নলিনী বেরা'র ছোটগল্পে গানের ব্যবহার তাঁর সাহিত্যিক কৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি গল্পকে শুধু সৌন্দর্যমণ্ডিতই করে না, বরং তার আবেগ, বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক গভীরতাকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করে। ফলে তাঁর গল্প পাঠকের মনে গভীরভাবে অনুরণিত হয় এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে।

Reference:

১. বেরা, নলিনী, ভগ্নদূত, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৭২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. তদেব, পৃ. ২৭২
৩. তদেব, পৃ. ২৭২
৪. তদেব, পৃ. ২৭২
৫. তদেব, পৃ. ২৭৩
৬. তদেব, পৃ. ২৭৪
৭. তদেব, পৃ. ২৭৫
৮. তদেব, পৃ. ২৭৬
৯. তদেব, পৃ. ২৭৬
১০. তদেব, পৃ. ২৭৭
১১. তদেব, পৃ. ২৭৮
১২. তদেব, পৃ. ২৭৮
১৩. তদেব, পৃ. ২৮০
১৪. তদেব, পৃ. ২৮০
১৫. তদেব, পৃ. ২৮১
১৬. বেরা, নলিনী, নুয়াসাহীর বটতলা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৯১
১৭. তদেব, পৃ. ২৯১
১৮. তদেব, পৃ. ২৯২
১৯. তদেব, পৃ. ২৯১
২০. তদেব, পৃ. ২৯৫
২১. তদেব, পৃ. ২৯৭
২২. তদেব, পৃ. ২৯৯
২৩. বেরা, নলিনী, চার আনা আট আনার প্রেম, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩৩৪
২৪. তদেব, পৃ. ৩৩৪
২৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭
২৬. তদেব, পৃ. ৩৩৭
২৭. তদেব, পৃ. ৩৩৮
২৮. তদেব, পৃ. ৩৩৯
২৯. বেরা, নলিনী, এক মিনিটের নীরবতা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩৯৬
৩০. তদেব, পৃ. ৩৯৬
৩১. তদেব, পৃ. ৩৯৯
৩২. বেরা, নলিনী, আমাদের গ্রাম আওয়ার ভিলেজ, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৪০২
৩৩. তদেব, পৃ. ৪০৩
৩৪. তদেব, পৃ. ৪০৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৫. বেরা, নলিনী, চিড়িতনের উল্কি, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩৩৮
৩৬. তদেব, পৃ. ৩৩৮
৩৭. তদেব, পৃ. ২৩৯
৩৮. বেরা, নলিনী, আজাদী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৪৪
৩৯. তদেব, পৃ. ২৪৫
৪০. বেরা, নলিনী, কুসুমতলা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৪০

Bibliography:

বেরা, নলিনী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫
ভট্টাচার্য, সুভাষ, ভাষা ও শৈলী, বঙ্গীয় সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, শুভ দীপাবলি ২০০৬